জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ সম্মেলন'২০১৫ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আভ্যন্তরীন/নিজস্ব সম্পদ সমাহরন সক্ষমতা বৃদ্বিতে বৈশ্বিক সহযোগীতা নিশ্চিত করার দাবী

১. জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ সম্মেলন: বৈশ্বিকভাবে এ বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগন, নাগরিক সংগঠনসমুহরে পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আগামী ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউইর্য়কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের বৈশ্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধান অংশগ্রহন করবেন। এবারের সাধারন পরিষদের সম্মেলন অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ন কারন এই বছরেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে, যেমন এই সম্মেলনে আগামী ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল এই পনর বছরের জন্য এসডিজি নামে নতুন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য" অনুমোদিত হবে। দ্বীতিয়ত: আগামী নভেম্বর ২০১৫'তে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে একটি নতুন চুক্তি হওয়ারর সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে অলোচনা ও পূর্বাভাসও হয়ত জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের সমঙলেন থেকে বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে।

২. স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন

বাংলাদেশর জন্যও এই সাধারন পরিষদের সম্মেলন বিভিন্ন দিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কারন আগামী পনর বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২২০ মিলিয়নে পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন এবং একই সাথে অধিক বেকারত্ব ধারন করা দেশ। যদিও সরকার "ভিশন-২০২১" লক্ষ্যমাত্রা পূরন এবং আগামীতে দেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং বিশ্বব্যাংকের সংঘা ধারন করে আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে তথাকথিত মধ্য আয়ের দেশের তকমা গায়ে লাগতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হবে, সে সময়েও প্রায় ২১% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতে পারে এবং বেকারত্বে কারনে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিক ঝুকিপূর্ন পন্থা অবলম্বন করে দেশান্তরী হওয়ার চেষ্টা করবে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রতি বছর দেশকে প্রায় ২-৩ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ও সম্পদ ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং আগামীতে এর পরিমান আরও বৃদ্ধি করবে এবং এই পরিবর্তন মোকাবলো করার জন্য বর্তমান প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের পরিবর্তন আনতে হতে পারে যার ফলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঘাটতী এবং উন্নয়ন গতি শ্লথ হতে পারে। সুতারং বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনায় হয়ত বিষয়গুলো রয়েছে, তথাপি এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব বহন করে, কারন এর বাস্তবায়নে নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক আর্থিক ও কারীগরী সহযোগীতারও প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এসডিজি অর্জনে বৈশ্বিক আর্থিক সহায়তার স্বরূপ এবং কৌশল কি হতে যাচ্ছে তা নিয়ে যথেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা এবং বৈশ্বিক মতামতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান নির্ধারন করার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও আমরা জানিনা যে, সরকারের অবস্থান কি এবং প্রধান মন্ত্রী আসন্ন জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের সম্মেলনে কি বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন, তারপরেও আসন্ন জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহন বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান বিষয়ে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুনিদৃষ্ট প্রস্তাবনাসমুহ তুলে ধরছি;

৩. এসডিজি বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নিজস্ব সম্পদ সমাহরন সক্ষমতা বৃদ্বি গুরুত্বপূর্ন

আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, গত জুলাই'২০১৫ মাসে আদ্দিস আবাবাতে এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে,যা সাধারন পরিষদের সম্মেলনে বৈশ্বিকভাবে অনুমোদিত হবে ধারনা করা হচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নে বৈশ্বিক আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহে জোড় দিতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশিচত করা যায়। কিন্তু এখানে বড় সমস্যা হচ্ছে এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সক্ষমতা নিয়ে। কারন আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহের বড় উৎস হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগকারী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার প্রবনতা একটি বড় বাঁধা হিসাবে বৈশ্বিকভাবেই চিহ্নিত হয়েছে যেগুলো রোধ করা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। কর ফাকি এবং অর্থ পাচার রোধে আদ্দিস আবাবাতে স্বল্পোন্নত এবং দরিদ্র দেশগুলো পক্ষ থেকে বৈশ্বিক সহযোগীতার যে প্রস্তাব এসেছে আমরা মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সে বিষয়ে তার সমর্থন জোড়ালো করা উচিৎ যা বাংলাদেশের সক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করবে। আমরা সেক্ষেত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আসন্ন সাধারন পরিষদ সম্মেলনে নিম্লোক্ত বিষয়ে দাবী তোলার জোড়ালো আহ্বান জানাচ্ছি;

ক. জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনা কমিশন গঠন করতে হবে

জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা কমিশন (UN Tax Management Authority or Commission) গঠন করতে হবে। এই কতৃপক্ষ গঠিত হতে পারে নির্বাচিত আন্ত:সরকারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রতি বছর একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকবে। এই কমিশনের মাধ্যমে সকল জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক কোম্পানী, ব্যাংক-বীমা-আর্থিক প্রতিষ্ঠাণ এবং তাদের বিনিয়োগ ও আর্থিক লেনদেনের তথ্য সমন্বয় এবং আদান-প্রদান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে কর ফাকি এবং অবৈধ অর্থ পাচার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রোধ করা যাবে এবং স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশসমুহ এসডিজি অর্থায়নের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

খ. স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশসমুহকে অর্থপাচার রোধ সংক্রান্ত জি-২০ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে

অর্থ পাচার রোধে সকল স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশসমুহকে OECD (Office for Economic Cooperation and Development) এবং জি-২০ সদস্য দেশসমুহ কতৃক গৃহীত BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অর্থপাচার রোধ বিষয়ক আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমুহকে রাখা হলেও মুল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশের কোন অংশগ্রহন নাই। এতে বোঝা যাচ্ছে ধনী দেশসমুহ তাদের দেশ থেকে অর্থ পাচার বন্ধে আগ্রহ থাকলেও স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগলো থেকে বহুজাতিক কোম্পানী ও তাদের সহযোগী কতৃক অর্থ পাচারে জি-২০ দেশসমুহের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। আমরা আরও আশংকা করছি

যে, BEPS প্রক্রিয়ার গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় শর্ত হিসাবে দরিদ্র দেশসমুহের উপর চাপিয়ে দিতে পারে যার ফলে এসকল দেশসমুহের অর্থনীতি আরও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

গ. বিশ্বব্যাপী একই করহার নীতি প্রবর্তন করতে হবে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গৃহীত এবং প্রচলিত "দ্বৈত কর নীতি" পরিহার করতে হবে এবং বৈশ্বিকভাবে একই কর হার (Equal Taxing policy) প্রবর্তন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী দ্বৈত করনীতির কারনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কর কমানোর প্রতিযোগীতা (Race to Bottom exercise) প্রক্রিয়ায় চলছে এবং বিভিন্ন দেশে কর-স্বর্গ (Tax Haven) নামে বিভিন্ন অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলস্বরূপ দরিদ্র দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সুতরাং স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশসমুহের স্বার্থেই একটি ভারসাম্যমূলক করনীতি অনুসরন করতে হবে যাতে তাদের আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহের সক্ষমতা ও পরিমান দুটোই বৃদ্ধি পাবে। এর বাইরেও আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত নীতির বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে, যাতে যে কোন দেশ তাদের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক তথ্য গ্রহন এবং প্রদান নিশ্চিত করতে পারে।

৪. বৈশ্বিক বাণিজ্যঃ চাই একটি ভারসাম্যপূর্ন বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতি

বর্তমানে অনুসৃত বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতি কোন অবস্থাতেই এসডিজিতে অর্থায়নের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের কাংখিত কৌশল হতে পারে না। আমরা মনে করি বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হলে বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করতে হবে এবং দরিদ্র দেশসমুহকে বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিম্নোক্ত দাবীসমুহ সাধারন পরিষদে উত্থাপন করার দাবী করছি;

ক. বিদ্যমান বৈষম্যমূলক বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতিসমুহ পুনঃ পর্যালোচনা করতে হবে এবং বাণিজ্য নীতির যে সকল আইন বা ধারা দরিদ্র দেশসমুহের বাণিজ্য সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করছে (বিশেষ করে দেশীয় উন্নয়নের সাথে বিরোধপুর্ন এমন সব বিনিয়োগকে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, দরিদ্র-বান্ধব উন্নয়ন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে এমন বিনিয়োগকে সমর্থন ইত্যাদি) সেগুলো বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং নতুন আইন ও নীতি গ্রহন করতে হবে।

খ. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধনী দেশসমুহ কতৃক আরোপিত সকল প্রকার শুল্ক এবং অ-শুল্ক বাধা দূরীকরনের নীতি গ্রহন করতে হবে এবং ২০১৩ সালে গৃহীত "বালি প্যাকেজ" এর পূর্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা স্থায়ীভাবে দুর করতে হবে।

গ. সকল স্বল্পোন্নত দেশসমুহরে জন্য কোটামুক্ত এবং শুল্ক মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশসমুহের বিদ্যমান রপ্তানী পণ্যসমুহ ধনী দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. মুক্ত বাণিজ্যের নামে ধনী দেশগুলো সম্বল্পোন্নত দেশসমুহে যে মেধাস্বত্ব অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করছে তা বাতিল করতে হবে। কারন এই মেধাস্বত্ব আইন দরিদ্র দেশসমুহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি মানব উন্নয়ন প্রয়োজনীয় সেবা খাতের বিকাশ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সমন্বিতকরনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

৫. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে জলাবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক প্রোটকলের আওতায় আনতে হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি অবশ্যই অবগত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মূখীন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষনায় বাংলাদেশকে বর্তমান ও আগামী ৩০ বছরের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাঠামো সনদ (UNFCCC) অনুসারেও বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পবির্তনের কারনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটতে পারে যা ভবিষ্যতে দেশের উপকূলের প্রায় ১৭ শতাংশ এলাকা নিমজ্জিত হয়ে ৩০-৪০ মিলিয়ন লোক স্থানান্তর হতে পারে যা, IPCC'র সর্বশেষ প্রতিবেদনেও এটা আশংকা করা হয়েছে। এখানে সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারনে এসকল জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে কোন অবস্থাতেই পুর্নবাসন করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না, যে কারনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুতির শিকার জনগোষ্ঠীর মুক্ত স্থানান্তরের অধিকারের প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে। সেই আলোকে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সার্বজনীন প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Universal Natural Person) হিশেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের অধীনে একটি নতুন সনদ বা প্রোটোকল গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। তবে এ জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের জোরালো ও সুস্পষ্ট অবস্থান জরুরী। টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বৈশ্বিকভাবে উত্থাপনের আরও একটি সুযোগ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এখন আপনার সামনে এসেছে বলে আমরা মনে করি। তাই বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য এবং এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক প্রোটকল প্রনয়ণের গুরুত্বপূর্ন জন-দাবী আমরা আপনাকে উক্ত সম্মেলনে উত্থপান করার অনুরোধ করছি।

অংশগ্রহনকারী সংগঠনসমুহ

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, উদয়ন বাংলাদেশ, এডিবি ইন্টারন্যাশনাল, ক্লিন, জন অধ্যয়ন কেন্দ্র, জাতীয় শ্রমিক জোট, জাতীয় হকার্স ফেডারেশন, টেক্সটাইল গার্মেটস ওয়াকার্স ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইনস্টিটিউট, পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, পিজিবিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাঁচতে শিখা নারী, বাংলাদেশ এলায়েড হেলথ টেকনোলজিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ গণ শ্রমিক কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সংযুক্ত ফেডারেশন, বিলস রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন।

যোগাযোগঃ

সচিবালয়: বাড়ি নং-১৩, রোড নং-২, শামলী, ঢাকা-১২০৭। +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫+ Email: info@equitybd.org www.equitybd.org